بسم الله الرحمن الرحيم

নবী সা. এর জীবনীর ধারাবাহিক আয়োজন ‘এক নজরে সীরাহ’

এক নজরে সীরাহ

নবী সা. এর যৌবনকাল, হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা,
বিবাহ, নবুওয়াত লাভ ও প্রাথমিক দাওয়াহ

এক নজরে সীরাহ

হারবুল ফিজার

রাসূল সা. এর বয়স যখন ১৫/২০ বছর। কৈশোরের বয়স পেরোতেই তিনি এই যুদ্ধের সাক্ষী হোন। বনু কেনানা গোত্র ও অন্যপক্ষে কায়েস আয়লান গোত্রের দ্বন্দ থেকে সূচনা হয় যুদ্ধের। এ যুদ্ধ হারাম মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হারামের পবিত্রতা নষ্ট করায় এই যুদ্ধকে হরবুল ফিজার বলা হয়। রাসূল সা. এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, চাচাদের সাথে ছিলেন।

প্রতিকী ছবি

সকল নবী রাসূল আ. নিষ্পাপ ও মাসূম

হিলফুল ফুযুল প্রতিষ্ঠা

এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য:

1. সমাজ থেকে অশান্তি দূর করা
2. বহিরাগতদের জানমালের হিফাজত করা
3. দুর্বলদের সহায়তা করা
4. অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা

রাসূল সা. বলেন,

شهدتُ حلفَ المطيَّبين وأنا غلامٌ معَ عمومتي ، فما أحبُّ أنَّ لي حُمُرَ النَّعَمِ وأني أَنكُثُه

‘আল আমিন’ উপাধি লাভ

ধীরে ধীরে যুবক মুহাম্মাদ সা. এর নাম ও আমানতদারিতার সুখ্যাতি মক্কায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। বিশ্বস্ততা, সততা, আমানতদারিতা, দয়া, ভালোবাসার এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন তিনি। তার উপাধি হয়ে গেল, ‘আল আমিন’ তথা বিশ্বস্ত।

ব্যবসার কাজে সিরিয়া গমন

তখন তিনি ২৫ বছরের যুবক। তার আমানতদারিকতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কুরাইশ বংশের বিদুষী নারী খাদিজা বিনতে খুওয়াইদিলের ব্যবসায়ী কাজের জন্য মুহাম্মাদ সা. কে অধিক লাভের প্রস্তাব দিয়ে পয়গাম পাঠান। চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ সা. এতে রাজি হন। সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর খাদিজা রা. দেখেন, এত অধিক লাভবান হয়েছেন যা ইতোপূর্বে কখনো হয়নি।

খাদিজা রা. এর সাথে বিয়ে

ব্যবসা থেকে ফিরে আসার পর দাস মাইসারার নিকট থেকে অধিক মাত্রার প্রশংসা শুনে এবার খাদিজা রা. সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর মনস্থ করেন। বান্ধবী নাফিসা বিনতু মুনাব্বিহার মারফত সেই প্রস্তাব সরাসরি রাসূল সা. এর নিকট পৌঁছান। বিষয়টি নিয়ে পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে পরামর্শ করেন এবং তিনিও সম্মতি প্রকাশ করেন। ২৫ বছর বয়সে যুবক মুহাম্মাদ সা. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সময় খাদিজা রা. এর বয়স ৪০ বছর। বিবাহে মোহর হিসেবে রাসূল সা. ২০ টি উট প্রদান করেন।

কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণে মুহাম্মাদ এর ভূমিকা

ইবরাহিম আ. এর যুগ থেকে কাবা ঘর ৯ হাত ছিল। উপরে কোনো ছাদ ছিল না। দীর্ঘদিন এভাবে থাকার ফলে দুর্বল হয়ে যায়। রোদ বৃষ্টি থেকে সুরক্ষার জন্য কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সবার পরামর্শক্রমে শুধু হালাল অর্থ সেখানে বরাদ্দ করা হয়। সংস্কার শেষে হালাল অর্থ পুরোপুরি জোগান দিতে না পারায় একটি অংশ ফাকা থাকে। সেটাকে হাতিমে কাবা বলা হয়। সংস্কার শেষে হাজারে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন নিয়ে গোত্রদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। এ সময় প্রস্তাব করা হয়, পরদিন সকালে যে সর্বপ্রথম হারামে প্রবেশ করবে বিষয়টি সে সমাধা করবে। পরদিন সকালে সবার আগে মুহাম্মাদ সা. প্রবেশ করেন। তিনি বিষয়টি সফলভাবে সমাধা করেন।

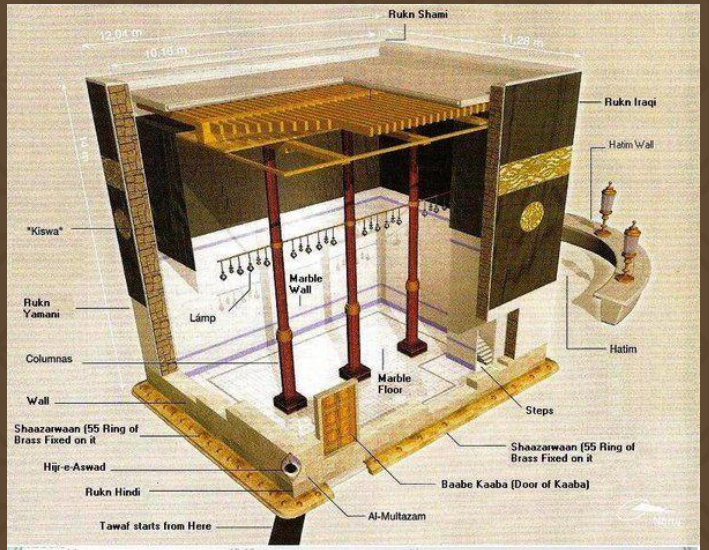

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নবীজি সা. এর চারিত্রিক উৎকর্ষতা

নিঃসঙ্গপ্রিয়তা

নবুওয়াত লাভের পূর্বসময়ে ক্রমে মুহাম্মাদ সা. একাকিত্ব প্রিয় হয়ে উঠলেন। পৌত্তলিক ও বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা, সামাজিক অনাচার, বৈষম্যতা, বৈরী পরিবেশ ছেড়ে বেছে নিলেন কোহাহলমুক্ত পরিবেশ 'হেরা পর্বত'। সেখানে তিনি একসাথে কয়েকদিন পর্যন্ত কাটাতে লাগলেন। আল্লাহর ধ্যানে কেটে যেতে লাগল সময়। পরপর তিন রমাদান সেখানে অতিবাহিত করেন।

ইবনু আবি জামারাহ রহ. বলেন, হেরা পর্বতে ধ্যানরত অবস্থায় তিনটি তিনটি ইবাদত ছিল:

1. নির্জনবাস,
2. আল্লাহর ইবাদত,
3. কাবাগৃহ দেখতে পাওয়া

জাবালে হেরা

অবতীর্ণ হলো প্রথম ওহী

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍ ۚ﴿۲﴾

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।

اِقۡرَاۡ وَ رَبُّکَ الۡاَکۡرَمُ ۙ﴿۳﴾

পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।

الَّذِیۡ عَلَّمَ بِالۡقَلَمِ ۙ﴿۴﴾

যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে,

عَلَّمَ الۡاِنۡسَانَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ؕ﴿۵﴾

তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

নবুওয়াতের সাময়িক বিরতি

প্রথম ওহী সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নতুন করে ওহী আসা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। এ সময় রাসূল সা. কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। অস্থিরতা ও শঙ্কায় সময় অতিবাহিত হয়। কিছু সময় বিরতি দিয়ে পুনরায় ওহী অবতীর্ণ হয়। ওহী বিরতির সময়টা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। কেউ কেউ ৪০ দিন, আড়াই বছর বা তিন বছর পর্যন্ত বলেছেন। ওহী বিরতির উদ্দেশ্য ছিল, স্থিতিশীলতা তৈরি ও নতুন ওহী আসার জন্য প্রস্তুত গ্রহণ।

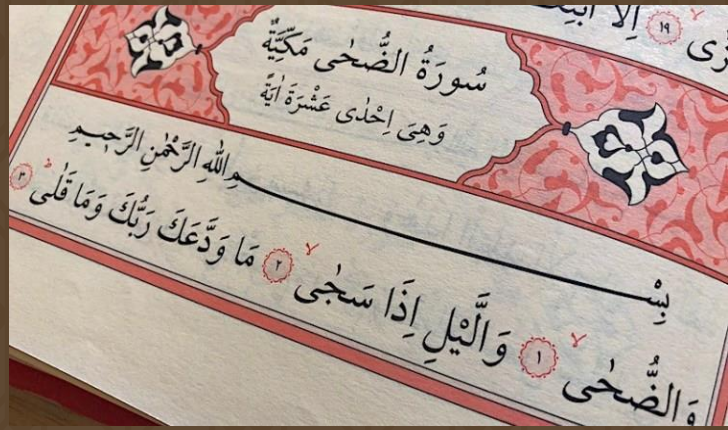

বিরতির পর পুনরায় ওহী

কিছুদিন ওহী বন্ধ থাকার পর রাসূল সা. এর প্রতি দ্বিতীয় দফায় ওহী অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। এ পর্বে সুরা মুদ্দাসসিরে প্রথম ১-৭ আয়াত পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। যেখানে আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং নবী সা. কে কিছু ব্যাপারে নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে মূলত রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। চলুন হাদীস দেখি,

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ ـ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، فَقَالَ ـ فِي حَدِيثِهِ " بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا، مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ) إِلَى قَوْلِهِ (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) فَحَمِيَ الْوَحْىُ وَتَتَابَعَ "

সহীহ বুখারী: (৩২৩৮, ৪৯২২, ৪৯২৩, ৪৯২৪, ৪৯২৫, ৪৯২৬, ৪৯৫৪, ৬২১৪)

সূরা মুদ্দাসসিরের মর্ম ও শিক্ষা

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!

قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾

উঠুন, মানুষকে সতর্ক করুন

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

আপনার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾

(যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।

وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾

আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করবেন না।

وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

এবং আপনার রবের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করুন।

শুরু হলো ইসলামের দাওয়াহ

রাসূল সা. এর মক্কী জীবনের দাওয়াহ'কে দু'ভাবে ভাগ করতে পারি। আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি নির্দেশের পর রাসূল সা. প্রাথমিক সময়ে তিনি কিছুটা গোপনে ইসলামের দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেন। এ সময় নিকটজন ও বিশ্বস্তদের মাঝে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। অনেকে সে দাওয়াত গ্রহণ করে সত্যের ছায়ায় আশ্রয় নেন।

ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তীগণ

হযরত খাদিজা রা. → হযরত আবু বকর রা. → হযরত আলী রা. → যায়েদ বিন হারেস. র

↓

উছমান রা., যুবাইর রা., আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা., সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা., তালহা রা., স্ত্রী ও কন্যা, ৭ জন দাস দাসী

এছাড়াও আবু উবাইদা, আবু সালামা ও তাঁর স্ত্রী, আরকাম ইবনু আবী আরকাম, উসমান ইবনু মাযউন ও তাঁর দু ভাই, উবাইদা ইবনুল হারিস, সাঈদ ইবনু যাইদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব (উমর রা. এর বোন, খাব্বাব, জাফর ইবনে তালিবসহ প্রমুখ। অন্যান্য গোত্রের, মাসউদ ইবনে রবিয়া, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ, আম্মার ইবনু ইয়াসির ও তাঁর পিতা মাতাসহ প্রমুখ সাহাবী কেরাম রাদিয়াআল্লাহ আনহুম আজমাঈন।

ইসলামের প্রাথমিক সময়ে ইবাদাত ও প্রশিক্ষণ

অজু ও সালাত শিক্ষা

ইসলামের প্রারম্ভিক সময়ে অজু ও সালাতের নির্দেশ ছিল। ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ বিধান। তখন সকাল সন্ধ্যায় দু রাকাত সালাত আদায়ের নিয়ম ছিল। প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর জিবরিল আ. এসে নবীজিকে অজু ও সালাত শিক্ষা দেন।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ

কিছুকাল গোপনে দাওয়াতী কাজ করার পর এবার আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ এলো। ওহী অবতীর্ণ করেন,

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿۲۱۴﴾

আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। (শুআরা: ২১৪)

আরো অবতীর্ণ হয়,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۹۴﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿۹۵﴾

তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট *(সুরা হিজর ৯৪, ৯৫)*

রাসুল সা. এর আহ্বান

আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসার পর, রাসূল সা. প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াহ দিতে একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহন করেন, প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে ধরে আহ্বান করতে থাকেন যেন সকলে উপস্থিত হয়। এরপর তিনি ইসলামের কথা তুলে ধরেন। পুরো ঘটনা-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِيْ يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ (تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (1) مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُه’’ وَمَا كَسَبَ)

জাঝাকুমুল্লাহু খইর

কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন

উস্তায ফজলে রাববি হিফজ, দাওরায়ে হাদীস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ইন্সট্রাকটর, তাহযিব ইনস্টিটিউট
ফেসবুক: www.fb.com/farabbi.bd
মেইল: farabbi.bd@gmail.com
+8819222730001 (Imo/Whatssapp)
+966509676974 (Saudi Arabia)